Islamic Online Madrasa

IOM

Assignment On Shab-e-Meraz

Submitted To

Ustaz Abdul Wahid

Subject: RAM 302

Submitted By

Sannjieda Mahabub

Batch: 202

Roll No: 20202021

Date of Submission: 08 june 2023

লেখকের কলাম

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ আঞ্জাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের যিনি “শবে মিরাজ” এসাইনমেন্ট এর কাজটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন এসাইনমেন্টটি কবলু করে নেন; সাথে আমার মতো অধমকেও। এছাড়া এটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানষু ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্ট এর কোনো অংশে অসংগতিপূর্ণ কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

সানজিদা মাহাববু
ব্যাচঃ ২০২
রোলঃ ২০২০২০২১
ইমেইল : sanjeedamahabub007@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
০১	লেখকের কলাম	--
০২	সারসংক্ষেপ	০১
০৩	শবে মেরাজ কী ?	০২
০৪	ইসরা ও মিরাজের পতভূমি	০৩
০৫	ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ও ইতিহাস	০৪
০৬	মিরাজের সফরে নবীজিকে উপহার	০৮
০৭	শবে মেরাজের ১৪ দফা	০৯
০৮	মিরাজের রাতে নবীজি কি আল্লাহকে দেখেছেন ?	১০
০৯	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মেরাজ	১২
১০	মেরাজ কখন ও কিভাবে সংঘটিত হয় ?	১৩
১১	শবে মেরাজে বিশেষ নামাজ বা রোজা: ইসলাম কী বলে ?	১৪
১২	মেরাজ কী ২৭ শে রজব ?	১৫

১৩	**শবে মেরাজের শিক্ষা**	১৬
১৪	**শেষ কথা**	১৭

সারসংক্ষেপ

নবী (স)-এর দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার পর যখন ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে একটা খেলাফতের ভিত্তি স্থাপনের সময় আসন্ন হয়ে আসছিল তখন নবী (স) মনে মনে উদগ্রীব ছিলেন সে মিরাজের তাৎপর্য খেলাফতির একটা নির্ভুল নকশা পাওয়ার জন্যে । আর মনে মনে চাচ্ছিলেন এমন কিছুনিদর্শন দেখতে যা দেখে পরকালের অবস্থাটা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর উম্মতের সামনে পেশ করতে পারেন । সেই মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ । আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে আরশে ময়াল্লায় ডেকে নিয়ে তাঁর কুদরতের এমন কিছুনিদর্শন দেখালেন এবং এমন কিছুশিক্ষা দিলেন যার দ্বারা উপরোক্ত প্রয়োজনগুলো মিটতে পারে ।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমরা গোটা পৃথিবীর তামাম মানষু যদি মি'রাজের মূল শিক্ষা কি-তা বুঝতামু এবং সেই মোতাবেক আমাদের সমাজ গড়তে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সত্যিকারের মনষ্যুত্বের পূর্ণ মর্যাদা সহকারে এ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতাম , আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণ শান্তি ও স্থায়ী নিরাপত্তা কায়েম হ'ত এবং কারোই মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হতো না | দূর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে , আমাদের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ, শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি যুক্ত সঠিক ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার পুরা নকশা যা নবী (স) মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কোন খোঁজ খবর রাখিনা অথবা তার কোন গুরুত্বই দেই না | এই সম্পর্কীয় কিছু জরুরী খোঁজ খবর যা বিভিন্ন কারণে মসুলিম সমাজ (সাধারণভাবে সবাই) জানতে পারেনি তা জানানো এবং এ সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে তার অপনোদনই এ এসাইনমেন্ট এর মলূ উদ্দেশ্য|

শবে মেরাজ কী ?

লাইলাতুল মেরাজ বা মেরাজের রাত (যা সচরাচর শবে মেরাজ নামে অধিকতর পরিচিত) হচ্ছে যে রাতে ইসলামের নবি মুহাম্মদ (সা.) ঐশ্বরিক উপায়ে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেছিলেন এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

আরবি মেরাজ শব্দটি আরাজা থেকে গৃহীত, যার অর্থ সে আরোহণ করেছিল। তারা আরও বলে শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো রাকিয়া দ্বারা দৈহিক আরোহণ বোঝায়, আর আরাজা দ্বারা আত্মিক আরোহণ বোঝায় । তাই তাদের মতে, মেরাজ হল "আত্মিক আরোহণ"। কিন্তু আহলসু সুন্নাহর আলেমগণের মতে মেরাজ সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-
"পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তার বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদলু হারাম থেকে আল মাসজিদলু আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" -[কুরআন ১৭:১]
ইসরা ও মিরাজ পরিচিতি

ইসরা শব্দের অর্থ রাতের সফর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের একাংশে মক্কার হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এর এলাকায় যে সফর করানো হয়েছে সেটাকে ইসরা বলা হয়।

আর মিরাজ হচ্ছে, উপরে আরোহন। আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভূমি থেকে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। সেটাকেই মিরাজ বলা হয়।

2

ইসরা ও মিরাজের পটভূমি

নবয়তের দশম বছরে একের পর এক বিপদ রাসূলল্লুাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ধরে। রাসূলের চাচা আবু তালেব মারা যান; যিনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও রাসূলল্লুাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সার্বক্ষণিক নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতেন। তার জীবদ্দশায় কেউ তার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও সক্ষম হত না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কাফেররা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠে।

এর কিছুদিন পর রাসূলল্লুাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাও মারা যান। যিনি শুধু রাসূলের স্ত্রীই ছিলেন না; বরং তাঁর দাওয়াতের প্রধান সহযোগীও ছিলেন। তার সমস্ত সম্পত্তি রাসূলের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর প্রথম ঈমান এনেছিলেন। এ পথে যত কষ্ট হয়েছে সবই সহ্য করেছেন।

তাদের মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায় বোধ করলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রপতিদের কাছে নিজেকে পেশ করে বললেন, কে আমাকে আশ্রয় দিবে যাতে আমি আমার রবের কথা প্রচার করতে পারি? কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না ।

এমতাবস্থায় তিনি তায়েফ গেলেন। সেখানে তায়েফের সর্দারদের কাছে তিনি একই কথা ব্যক্ত করলেন। তাদের কেউ তার কথায় কর্ণপাতই করলো না। উপরন্তু তারা দুষ্টু শিশুদের তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। এমতাবস্থায় যা ঘটার তাই ঘটল। তারা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিল। তিনি মক্কায় ফিরে আসলেন। মহান আল্লাহ তাকে সম্মানিত করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে ইসরা ও মিরাজের মত বিরল সম্মানে সম্মানিত করলেন।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা ও ইতিহাস

রাসূলল্লুহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের হিজর বা হাতীমে শোয়া ছিলেন। তাঁর সাথে আরও দুজন শোয়া ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাদের নাম এসেছে, হামযাহ ও জাফর। এমতাবস্থায় তিন ফেরেশতা এসে বললেন, এদের মধ্যে কোনটি সে লোক ? একজন বলল, মাঝখানে যিনি শুয়ে আছেন তিনি। তারপর তারা চলে গেলেন।

পরবর্তী দিন রাসূলল্লুাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত আদায় করে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ভেদ করে ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলল্লুাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের কাছে

নিয়ে গেলেন। তারপর তার ‘সাক্কুস সাদর’ বা বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তাকে যমযমের পানিতে ধুয়ে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়ে বক্ষ মিলিয়ে দিলেন। ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ করে দেওয়া হলো নবীজির কলব। এরপর আনা হলো নবীজিকে বহন করার জন্য সওয়ারী। প্রাণীটি গাধার চেয়ে বড়, ঘোড়া থেকে ছোট। নাম বুরাক। রং সাদা। এটা এতটাই ক্ষিপ্রগতির যার একেকটি কদম পড়ে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে মহানবী (সা.)

এভাবে নবীজি (সা.) মুহূর্তেই পৌঁছে গেলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। বুরাক বেঁধে রাখা হলো পাথর ছিদ্র করে। যে পাথরে অপরাপর নবীগণ নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন। নবীজি সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজ পড়ে বের হওয়ার সময় জিবরাঈল (আ.) নবীজির সামনে দুটি পেয়ালা পেশ করলেন। একটি দুধের অপরটি শরাবের। নবীজি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি (দ্বীনের) স্বভাবসিদ্ধ বিষয়টি নির্বাচন করেছেন।

নবীজি মদের পেয়ালা নেওয়ার পরিবর্তে দুধের পেয়ালা গ্রহণ করায় জিবরীল (আ.) বলেন, আপনি যদি মদের পেয়ালা নিতেন তাহলে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। (বুখারি, হাদিস : ৩৩৯৪)

4

প্রথম আসমানে প্রিয়নবী (সা.)

এরপর শুরু হলো ঊর্ধ্বজগতের সফর। জিবরাঈল নবীজিকে নিয়ে চললেন। প্রথম আসমানে গিয়ে দস্তক দিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞাসা করা হলো, তার কাছে কি আপনাকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ। এরপর নবীজিকে সম্ভাষণ জানানো হলো- মারহাবা, উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে! খুলে দেওয়া হলো নবীজির জন্য আসমানের দরজা।

নবীজি প্রথম আসমানে গেলেন। সেখানে ছিলেন হযরত আদম (আ.)। জিবরাঈল পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবীজি আদমকে সালাম বললেন। বাবা আদম জবাব দিলেন। নবীজিকে সাদর অভিবাদন জানালেন- মারহাবা, নেককার পুত্র ও নেককার নবী। হযরত আদম (আ.) নবীজির জন্য দোয়া করলেন।

নবীজি যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসমানে

এরপর নবীজি উঠতে থাকলেন দ্বিতীয় আসমানের দিকে। সেখানেও দরজা খুলতে প্রথম আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। এরপর নবীজিকে ইস্তেকবাল করা হলো। নবীজি সেখানে দেখতে পেলেন দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে। তাদের সাথে নবীজির সালাম বিনিময় হলো। তারা নবীজিকে স্বাগত জানালেন- মারহাবা, আমাদের পুণ্যবান ভাই এবং সজ্জন নবী। তারা নবীজির জন্য দোয়া করলেন।

এরপর নবীজিকে তৃতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানেও দুই আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ হলো এবং নবীজিকে স্বাগত জানানো হলো। সেখানে গিয়ে দেখলেন হযরত ইউসুফ

(আ.)। হযরত ইউসুফের সাথে নবীজির সালাম ও কুশল বিনিময় হলো। নবীজি (সা.) বলেন, হযরত ইউসুফকে যেন দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে!

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ও শেষ আসমানে নবীজি

এরপর চললেন চতুর্থ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। স্বাগত-সম্মান জানানো হলো। সেখানে হযরত ইদরীস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। সালাম ও কুশল বিনিময় হলো। হযরত ইদরীস (আ.) নবীজির জন্য দোয়া করলেন। এরপর চললেন পঞ্চম আসমানের দিকে। সেখানে হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো।এরপর চললেন ষষ্ঠ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের পর্বগুলোর মতো জিজ্ঞাসা করা হলো। নবীজিকে অভিনন্দন জানানো হলো। সেখানে দেখা হলো হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. নবীজিকে খুব ইস্তেকবাল করলেন।

5

বাইতুল মামুর ও সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজি

এরপর নবীজি সপ্তম আসমানের দিকে উঠতে থাকেন। সেখানে দেখা হলো হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে। জিবরাঈল আ. পরিচয় করিয়ে দিলেন- ইনি আপনার পিতা, সালাম করুন। নবীজি হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সালাম বিনিময় করলেন।

নবীজি বলেন, হযরত ইবরাহীম আ. তখন বাইতুল মামুরে হেলান দিয়েছিলেন। বাইতুল মামুর, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসে। এরপর এই সত্তর হাজার আর ফিরে আসে না। এভাবে প্রতিদিন সত্তর হাজার করে ফেরেশতাদের নতুন নতুন কাফেলা আসতে থাকে।

এরপর নবীজিকে নিয়ে যাওয়া হলো সিদরাতুল মুনতাহার দিকে। সেই কুল বৃক্ষের একেকটি পাতা হাতির কানের মতো। আর একেকটি ফল মটকার মতো বড় বড়। যখন ওটাকে আল্লাহর বিধান

আচ্ছন্ন করে নিল তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সৃষ্টির কারো সাধ্য নেই তার সৌন্দর্যের বিবরণ দেবার। জিবরাঈল বললেন, এটা সিদরাতুল মুনতাহা। এখানে চারটি নহর। দুটি অদৃশ্য আর দুটি দৃশ্যমান। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, দৃশ্যমান নদীদুটি কোনগুলো? জিবরাঈল বললেন, অদৃশ্যমান দুটি জান্নাতে। আর দৃশ্যমান দুটি হলো নীল নদ ও ফুরাত নদী।

উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ

এরপর আল্লাহ তাআলা নবীজির প্রতি যে ওহী পাঠানোর পাঠালেন। দিনরাতে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলেন। নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের এ হাদিয়া নিয়ে ফেরত আসছিলেন; এর মধ্যে দেখা হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কী দিয়েছেন? নবীজি বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনার আগে আমি উম্মত চালিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কমিয়ে আনেন।

নবীজি সে মতে আল্লাহর কাছে গিয়ে কম করে দেওয়ার দরখাস্ত করলেন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। নবীজি তা নিয়ে ফেরত আসছিলেন। আবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে দেখা হলো। বললেন, আপনার উম্মত তা পারবে না। আপনি আরো কমিয়ে আনুন। নবীজি আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে আগের মতো দরখাস্ত করে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন। নবীজি বলেন, এভাবে আমি আল্লাহ ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকি। শেষবার আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ! এই হলো দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। প্রত্যেক নামাজের বিনিময়ে দশ নামাজের সাওয়াব। এভাবে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবে। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করতে পারবে না, তার জন্যও নেকি রয়েছে; এক নেকি। আর যদি ভালো কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশ নেকী। আর কেউ

কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না। তবে তা করে বসলে একটি গুনাহ লেখা হবে। 6

নবীজি এ সওগাত নিয়ে ফেরত আসছিলেন। হযরত মূসার সাথে দেখা হলো। মূসা আ. এবার শুনে বললেন, আপনি যান, আরো কমিয়ে আনুন। আপনার উম্মত পারবে না। বনী ইসরাঈলের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। নবীজি বললেন, আমার আর কিছু বলতে লজ্জা হচ্ছে! (বুখারি, হাদিস: ৩৮৮৭; মুসলিম, হাদিস: ১৬২, ১৬৪)

নবীজিকে যখন বুরাকে তোলা হচ্ছিল তখন বুরাক ঔদ্ধত্য দেখাল। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে এরকম করছিস! তোর উপর তো এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ কোনোদিন চড়েনি। এ শুনে বুরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। (তিরমিজি, হাদিস : ৩১৩১)

নবীজির জন্য হাউজে কাউসার

আল্লাহ তাআলা নবীজির জন্য যে বিশেষ উপহার হাউজে কাউসার রেখেছেন প্রথম আসমানে নবীজিকে তা দেখানো হয়। নবীজি সেই কাউসারের বিবরণও দিয়েছেন। (বুখারি, হাদিস : ৭৫১৭)

নবীজি (সা.) যখন প্রথম আসমানে যান- দেখেন এক ব্যক্তি, তার ডান পাশে কিছু রূহ আর বাম পাশে কিছু রূহের কাফেলা। তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। তিনি নবীজিকে সম্ভাষণ জানালেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি আদম আ.। আর তার দুই পাশে তার সন্তানদের রূহ। ডানদিকেরগুলো জান্নাতী আর বামদিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন আর বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৩৪২)

জান্নাত-জাহান্নাম ভ্রমণে নবীজি

এ সফরে নবীজিকে জান্নাত-জাহান্নামের ভ্রমণও করানো হয়। নবীজি বলেন, জান্নাতের প্রাসাদগুলো মুক্তার তৈরি আর তার মাটি হলো মেশকের। (বুখারি, হাদিস : ৭৫১৭)

নবীজি এ সফরে একদল লোককে দেখলেন, তাদের নখগুলো তামার। নিজেদের নখ দিয়ে তারা নিজের গাল ও বুকে আঁচড় কাটছে। জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এরা কারা?

বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের সম্ভ্রমে আঘাত হানত। অর্থাৎ গীবত করত এবং মানুষকে লাঞ্ছিত করত। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৩৩৪০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৭৮)

নবীজি এ সফরে মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর শারীরিক গড়নেরও বিবরণ দেন। নবীজি বলেন, আমি ইবরাহীমের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (বুখারি, হাদিস : ৩৩৯৪)

হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে মুলাকাত হলে তিনি নবীজিকে বলেন, আপনি আপনার উম্মতের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আর তাদেরকে বলবেন, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও সুঘ্রাণযুক্ত, এর পানি সুমিষ্ট এবং এর ভূমি উর্বর ও সমতল। আর এর বৃক্ষ হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر.

অর্থ : আল্লাহ পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬২)

মিরাজের সফরে নবীজিকে উপহার

এ সফরে নবীজিকে তিনটি উপহার দেওয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো এবং এই উম্মতের যারা শিরক থেকে বেঁচে থেকে মৃত্যুবরণ করবে— তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা। (মুসলিম, হাদিস : ১৭৩)

এ সফরে নবীজির সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি নামাযে সকলের ইমামতি করেন। (মুসলিম, হাদিস : ১৭২)

এ সফরে নবীজি দেখলেন, একদল লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা বক্তৃতা করত বটে, কিন্তু নিজেরা আমল করত না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১২২১১, ১২৮৫৬)

মিরাজ থেকে ফেরার পরের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজ থেকে ফিরে হাতীমে বসা। মুশরিকরা ইসরা ও মেরাজের ঘটনা শুনে উপহাস ও কটাক্ষ করতে লাগল। বিভিন্নভাবে নবীজির দিকে প্রশ্নের তীর ছুড়তে লাগল। তারা চাইল, বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ শুনবে। নবীজি এমন প্রশ্নে খুবই বিব্রত হয়ে ওঠেন। এত রাতে কি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ওরকম নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়েছেন নাকি!

নবীজি বলেন, এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি আগে পড়িনি। আল্লাহ তাআলা প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করলেন। নবীজির চোখের সামনে মেলে ধরলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দৃশ্য। নবীজি দেখে দেখে তাদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার বিস্তারিত জবাব দিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৮৮৬; মুসলিম, হাদিস : ১৭২)

মক্কার কোনো পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। মক্কার কাফেররা তাকে এ বিস্ময়ের কথা বলে সুধাল, তবুও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে? হযরত আবু বকরের হৃদয়ে ঈমানের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল। তিনি এক আকাশ আস্থা নিয়ে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি তো এর চেয়েও আরো দূরের অনেক জটিল বিষয়েও তাঁকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে আসা আসমানী বার্তাগুলোর ওপর রয়েছে আমার অটল বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ঈমান। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬২)

শবে মেরাজের ১৪ দফা

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছুনিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।'- সুরা বনী ইসরাইলঃ ১

'পবিত্র কুরআনে যে সুরায় মেরাজের বর্ননা এসেছে সে সুরায় আল্লাহ তায়ালা ১৪ দফা ঘোষনা করেছেন, যা একজন ব্যক্তি মানলে সে সুখী হবে; পরিবার মানলে তারা সুখী হবে; সমাজ মানলে সে সমাজ সুখী হবে; রাষ্ট্র মানলে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি আসবে।' সেগুলো হলো :

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। আর তোমরা কেবল আল্লাহরই বন্দেগি করো (সূরা বনি ইসরাইল-২২)।

২.বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার কোরো। তাদের একজন বা উভয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় যদি তোমাদের সামনে উপনীত হয় তাহলে তাদের সাথে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত কোরো না। তাদের ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না; বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর তাদের সামনে বিনয়ী থেকো আর দোয়া করতে থাকো- ‘হে আমার প্রতিপালক, তাদেরকে তেমনিভাবে লালন-পালন করো, যেমনি তারা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছেন’ (সূরা বনি ইসরাইল ২৩-২৪)।

৩.তোমাদের কৃতকর্মের্মের্মে জন্য আল্লাহর কাছে তওবা কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের মনের খবর জানেন (সূরা বনি ইসরাইল-২৫)।

৪.আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দাও আর মুসাফিরদের হক আদায় কর (সূরা বনি ইসরাইল - ২৬)।

৫.অপব্যয় কোরো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ (সূরা বনি ইসরাইল-২৭)।

৬.হকদারদের হক আদায়ে তুমি যদি অপারগ (অসমর্থ) হও তাহলে তাদের সাথে অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলো (সূরা বনি ইসরাইল-২৮)।

৭.ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেহিসাবি হয়ো না, আবার কৃপণতাও প্রদর্শন কর না। আল্লাহ যাকে চান রিজিক বাড়িয়ে দেন, যাকে চান কমিয়ে দেন (সূরা বনি ইসরাইল : ২৯-৩০)

৮.দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা কোরো না। নিশ্চয়ই এটি মহাপাপ (সূরা বনি ইসরাইল : ৩১)।

৯.জেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চই এটি নিকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ (সূরা বনি সরাইল:৩২)।

১০.কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা কোরো না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি এই অধিকার দিয়েছি (চাইলে রক্তের বিনিময় চাইতে পারে), তবে প্রতিশোধের ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৩)।

১১.এতিমের সম্পদের ধারেকাছেও যেও না। সম্পদের ব্যাপারে তার বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করো আর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সচেতন থাক। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৪)।

১২.ওজনে কখনো কম দিয়ো না। দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে- এটিই উত্তম পন্থা (সূরা বনি ইসরাইল: ৩৫)।

১৩.যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেগুলোর পেছনে লেগো না। নিশ্চয়ই চোখ, কান, অন্তর সব কিছুই জিজ্ঞাসিত হবে (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬)।

১৪.জমিনে দম্ভসহকারে চলো না। এগুলো সবই মন্দ ও ঘৃণিত কাজ (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৭-৩৮)।

মিরাজের রাতে নবীজি কি আল্লাহকে দেখেছেন?

মিরাজের রাতে নাবী (স.) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কি না, এই ব্যাপারে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে আরও বর্ণিতর্ণি হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন। আয়িশা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তারা উভয়ই বলেন-‘‘নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন’’ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিবরীল। আবুযার (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (স.) কে জিজ্ঞেস করেছেনঃ আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেছেন আমি তো নুর দেখেছি। তাঁকে কিভাবে দেখব? অর্থাৎ (স.) এর মাঝে এবং তাঁর রবের মাঝে নুরের একটি পর্দা অন্তরায় হয়েছিল। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (স.) বলেন- আমি একটি নূর দেখেছি। ইমাম দারামী না দেখার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) বলেন- ইবনে আববাস (রাঃ) এর কথা, তিনি তাঁর প্রভুকে দেখেছেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর অন্তর দিয়ে দেখেছেন- এই কথা দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। কেননা রসূল (স.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিতর্ণি হয়েছে যে, তিনি বলেন- আমি আমার সুমহান ও বরকতময় প্রভুকে দেখেছি। এটি মিরাজের রাতের ঘটনা নয়; এটি মদ্বীনায় হিজরতের পর স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন- নাবী (স.) সত্যিই তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। কেননা নাবীদের স্বপ্নও সত্য হয় এবং অবশ্যই তা বাস্তবে পরিণত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এটি বলেন নি যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায় চর্মচর্ম ক্ষুদিয়ে দেখেছেন। যারা তাঁর থেকে এটি বর্ণনা র্ণ করেছেন, তারা ভুল করেছেন। কিন্তু তিনি একবার বলেছেন- মুহাম্মাদ (স.) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। আরেকবার বলেছেন- অন্তর দিয়ে দেখেছেন। সুতরাং তাঁর থেকে দুটি বর্ণনা এসেছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা এসেছে যে, তিনি তাঁর প্রভুকে কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন। এটি তাঁর কতিপয় ছাত্রের অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় বর্ণনাটি পাওয়া যায়না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন- তিনি তাঁর প্রভুকে অন্তর দিয়ে দইবার ু দেখেছেন। তিনি আল্লাহর এই বাণী দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেনঃ "রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল"। (সূরা নাজম-৫৩:১১-১৩)

প্রকাশ্য কথা এই যে, তিনি এই আয়াতগুলো দিয়েই দলীল গ্রহণ করেছেন। নাবী (স.) থেকে এ বিষয়ে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন

জিবরীল। নাবী (স.) তাঁকে আসল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। ইবনে আববাসের এ কথাই অর্থাৎ তিনি তার প্রভুকে অন্তর দিয়ে দুইবার দেখেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের দলীল। তিনি বলেন- মুহাম্মাদ (স.) তাঁর প্রভুকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখেছেন; কপালের চোখ (চর্মচর্ম চোখে) দিয়ে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ 'অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল'। এখানে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্ক সূরা ইসরাতে বর্ণিত মিরাজের ঘটনার সাথে নয়। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা জিবরীলের নিকটবর্তী হওয়া উদ্দেশ্য। আয়িশা ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বিবরণ থেকেও তাই বুঝা যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এর আগে বলেন -"তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিস্তা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। তখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগমেন্ত্ম"। (সূরা নাজম-৫৩: ৫-৭)

আর হাদীছে যেই নিকটবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর নিকটবর্তী হয়েছিলেন। সুতরাং সূরা নাজমের ঘটনার সাথে হাদীছে বর্ণিতর্ণি মিরাজের ঘটনার কোন দ্বন্দ নেই। সূরা নাজমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (স.) জিবরীলকে দুইবার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। একবার আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার যমীনে।

তথ্যসূত্র: https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3910

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মিরাজ

আল্লাহ রাব্বলু আলামিন মানষুকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন ও খাতামলু আম্বিয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 'হে রাসুল! আমি আপনাকে গোটা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবয়তু কে শক্তিশালী করার জন্য অন্য নবী-রাসুলদের মতো তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল অগণিত মুজিজা। তন্মধ্যে মিরাজ অন্যতম।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৩ বছরের ননুয়তি জীবনের অন্যতম অলৌকিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো এই মিরাজ।

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির দোহাই দিয়ে অনেকে নবীজীর মিরাজকে অস্বীকার করেন। তারা গতিবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান মানুষ জড়পদার্থ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ তাকে তীব্রভাবে টেনে রাখে; সুতরাং মিরাজের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা গতিবিজ্ঞানের সূত্র ধরেই বলেছেন, 'মহাকাশে প্রতিটি গ্রহেরই নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি আছে যারা প্রত্যকেই নিজের দিকে বস্তুকে টানতে থাকে। এ টানাটানির ফলে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে একটি 'জিরো স্পেস' আছে যেখানে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ নেই। অতএব কোনো বস্তু যদি জিরো স্পেসে পৌঁছে তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

গতিবিজ্ঞানের মতে পৃথিবী থেকে কোনো বস্তুকে যদি প্রতি সেকেন্ডে মোটামুটি ৭ মাইল বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করা যায়, তা আর ফিরে আসবে না। আবার পৃথিবী থেকে যত ওপরে বস্তু যাবে তার ওজন তত কমতে থাকেব। পৃথিবীর ১ পাউন্ড ওজন ১২ হাজার মেইল ঊর্ধ্বে ১ আউন্স হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন ঘন্টায় ২৫ হাজার মেইল বেগে উর্ধ্বে ছুটতে পারলে পৃথিবীর গতি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। বিজ্ঞানীরা একে 'মুক্ত গতি' বলে এ মুক্ত গতির ফলেই মানুষের চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়েছে; মঙ্গলে যাই যাই করছে। এসব বিষয়াদি প্রমাণ করছে মিরাজ অবাস্তব কোনো যাত্রা ছিল না।

মিরাজ কখন ও কীভাবে সংঘটিত হয় ?

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)। তিনি সব নবী-রাসুলদের সর্দার। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,- 'হে রাসুল! আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি।' (সুরা সাবা, আয়াত : ২২)

মহানবী (সা.)-এর নবয়তু কে শক্তিশালী করার জন্য অন্য নবী-রাসুলদের মতো তাকেও দেওয়া হয়েছে অগণিত মুজিজা। তন্মধ্যে মিরাজ অন্যতম।

মিরাজ কখন সংঘটিত হয় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে মিরাজের ঘটনা হিজরতের ছয় মাস আগে সংঘটিত হয়। ইমাম নববী ও কুরতুবির মতে, মিরাজের ঘটনা মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মিরাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সব গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইমাম হরবি বলেন, ইসরা ও মিরাজের ঘটনা রবিউস সানি মাসের ২৭ তারিখ রাতে হিজরতের এক বছর আগে ঘটেছিল। ইবনে কাসেম সাহাবি বলেন, নবুয়ত প্রাপ্তির ১৮ মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। বেশির ভাগ মতে, নবুইয়তের দশম বর্ষে রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। তিবরানি (রহ.) বলেছেন, যে বছর মহানবী (সা.)-কে নবুয়তু দেওয়া হয়, সে বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়। কারো মতে হিজরতের ১৬ মাস আগে রমজান মাসে মেরাজ সংঘটিত হয়। (আর রাহিকুল মাখতুম)

ভ্রমণের সূচনা যেভাবে—-

হাদিসের ভাষ্য মতে, মিরাজের সূচনা হয় মসজিদে হারাম থেকে। রাসুলল্লুাহ (সা.) রজব মাসের ২৭-এর রজনীতে আল্লাহ তাআলার ঘরের হিজরের মাঝে শায়িত ছিলেন, এমন সময় হজরত জিবরাইল (আ.) এসে জাগ্রত করে তাঁর বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করে দূষিত রক্ত বের করে আবার জোড়া লাগিয়ে দেন। অতঃপর বোরাকে করে সশরীরে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে যান। বোরাক হলো এমন একটি প্রাণী, যা গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি আকৃতির একটি জন্তু। তার দইু উরুতে রয়েছে দুটি পাখা। তা দিয়ে সে পেছনের পায়ে ঝাপটা দেয়, আর সামনের দৃষ্টির শেষ সীমায় পা ফেলে। প্রিয় নবী (সা.) বায়তুল মাকদাসের দরজায় খুটিঁর সঙ্গে বোরাকটি বেঁধে যাত্রাবিরতি করেন এবং সব নবীর ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন। (আর রাহিকুল মাখতুম)।

উর্ধ্ব গমনে মহানবী (সা.)------

বায়তুল মাকদাসে দইু রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করার পর সিড়িঁ আনা হয়, যাতে নিচ থেকে ওপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিড়িঁর সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশগুলোয় গমন করেন। এ সিড়িঁটি কী এবং কেমন ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ

আল্লাহ তাআলাই জানেন। প্রতিটি আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং প্রত্যেক আকাশে অবস্থানরত পয়গম্বরদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।

প্রথম আকাশে হজরত আদম (আ.)-কে, দ্বিতীয় আকাশে হজরত ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ.)-কে, তৃতীয় আকাশে হজরত ইউসুফ (আ.)-কে, চতুর্থ আকাশে হজরত ইদরিস (আ.)-কে, পঞ্চম আকাশে হজরত হারুন (আ.)-কে, ষষ্ঠ আকাশে হজরত মুসা (আ.)-কে এবং সপ্তম আকাশে হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে দেখতে পান। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে হজরত ঈসা ও মুসা (আ.)-এর আকৃতিও বর্ণনা করেছেন। নবীদের স্থানগুলো অতিক্রম করে এক ময়দানে পৌঁছেন। যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর তিনি সিদরাতুল মুনতাহা গমন করেন, যেখানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছে। ফেরেশতারা স্থানটি ঘিরে রাখছেন। রাসুলল্লুাহ (সা.) সেখানে হজরত জিবরাইল (আ.)-কে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শ পাখা। সেখানে তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবজু রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। রফরফ হলো সবজু রঙের গদি বিশিষ্ট পালকি। রফরফের মাধ্যমে তিনি স্বীয় রবের কাছে গমন করেন।

এ সফরে তাঁকে কয়েকটি জিনিস দেখানো হয়। তাঁকে দুধ ও মদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি দুধ গ্রহণ করেন। এটা দেখে হজরত জিবরাইল (আ.) বলেন, আপনি স্বভাবগত বস্তু গ্রহণ করেছেন। আপনি মদ গ্রহণ করলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। জাহান্নামিদের শাস্তিও তিনি অবলোকন করেন। জাহান্নামের দারোগা মালেককে দেখেছেন, তিনি হাসেন না। তাঁর চেহারায় হাসির কোনো চাপও নেই।

শবে মেরাজে বিশেষ নামাজ বা রোজা: ইসলাম কী বলে ?

অনেককে শবে মেরাজ উপলক্ষে বিশেষ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হতে দেখা যায়। বহু নারীও সেই রাতে নামাজ আদায় করার পদ্ধতি কী জানতে চান। বহু মুসলমানু এই রাত উপলক্ষে মেরাজের রোজা রাখতে চান বা রাখার বিধান জানতে চান। অনেকেই শবে মেরাজের নামাজ বা রোজাকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ মনে করেন। নামাজ আদায় করা ও রোজা রাখা অবশ্যই পুণ্যের কাজ। কিন্তু শবে মেরাজ উপলক্ষে বিশেষ কোনো নামাজ ও রোজার বিধান ইসলামি শরিয়তে নেই। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) তৎপ্রণীত লাতায়েফ ও মাআরেফ গ্রন্থে বলেন, 'রজব মাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ কোনো নামাজ নেই। রজব মাসের প্রথম জুমা সালাতুর রাগায়েব প্রসঙ্গে যেসব হাদিস বর্ণিতর্ণি হয়েছে সেগুলো ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট।' 14

অধিকাংশ আলেমের মতে, শবে মেরাজ উপলক্ষে নামাজ বিদআত। পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে যারা এই মত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু ইসমাঈল আনসারি, আবুবকর সামআনি, আবলু ফযল ইবনে নাসির ও আবলু ফারায ইবনে জাওযি (রহ.)সহ আরও অনেক আলেম। পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ এ ব্যাপারে আলোকপাত করেননি। কেননা এই বিদআত হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পর প্রকাশ পেয়েছে। নবী করিম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে রজব মাসের রোজা সম্পর্কেও বিশুদ্ধ কোনো হাদিস বর্ণিতর্ণি নেই।

শবে মিরাজ উপলক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো নামাজ আল্লাহর রাসুলের হাদিসের মাধ্যমে অথবা সাহাবিদের আমলের মাধ্যমে অথবা তাবেয়িদের আমলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। এ রাতের কোনো ইবাদত আল্লাহর রাসুলের কোনো হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। ভিন্ন কোনো নামাজ, বিশেষ কোনো নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যান্য রাতের মতোই এ রাতে নফল নামাজ, তাহাজ্জদু নামাজ আদায় করতে পারেন। সেটা স্বাভাবিক নিয়মানুয়ায়ী আগে যেভাবে আদায় করতেন সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.) শবে মেরাজ উপলক্ষে বিশেষ কোনো নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা, খাওয়া-দাওয়া করা এবং রাত জেগে ইবাদত করার কোনো হুকুম আমাদের দেন নাই।

শবে মেরাজ উপলক্ষে নফল রোজা রাখার কোনো বর্ণনা কোরআন-হাদিসের কোথাও নেই। আল্লাহর রাসুল ও তার অনসারীরা এই দিনে বিশেষভাবে কোনো রোজা রেখেছেন, এমনে কোনো বর্ণনা ইতিহাসে খুজেঁ পাওয়া যায় না। তাই এই দিনে শবে মেরাজ উপলক্ষে রোজা রাখা কোনো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।

মেরাজ কী ২৭ শে রজব ?

আমরা অনেকে শুধু ২৭শে রজব আসলে মিরাজ আলোচনা করি। আবার কেউ এ দিনে ও রাতে খাস ইবাদত-বন্দেগী করি। আমরা দেখেছি যে, কুরাআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে মিরাজের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোথাও তারিখ বলা হয় নি । মিরাজের রাত্রিতে বা দিনে নফল সালাত, নফল সিয়াম বা অন্য কোনো খাস ইবাদতের কথা রাসূলল্লুাহ (সা) বা সাহাবীগণ শিক্ষা দেন নি। মিরাজের তারিখই রাসূলল্লুাহ (সা) আমাদেরকে জানান নি। কয়েক শতক আগেও ‘শবে মিরাজ’ বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না। ২৭ শে রবজ শবে মিরাজ হওয়ার বিষয়টি আলিম ও ঐতিহাসিগণের অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত মাত্র । এ জন্য আমাদের উচিত এ মাসে এবং সারা বৎসরই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজের ঘটনাবলি ও শিক্ষা আলোচনা করা।

শবে মেরাজের শিক্ষা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মেরাজের রাতে পথ চলছিলেন । এক জায়গায় তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন । যাদের হাতে বড় বড় তামার নখ ছিল । তা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা আচড়ে ক্ষতবিক্ষত করছিল । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন এরা সেসব

লোক যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত । অর্থাৎ এরা গীবত করতো । এরা পরনিন্দা করতো। এরা মানুষের দোষ চর্চা করত ।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন । তিনি এক ব্যক্তিকে রক্তের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে দেখলেন এবং দেখলেন যে সে পাথর লোকমা বানিয়ে খাচ্ছে । তখন নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাক্তি কে ? জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম বললেন এ হলো সে যে সুদ খেতো । মানুষ রক্ত পানি করে টাকা পয়সা উপার্জন করতো আর এরা অবৈধভাবে তাদের সেগুলো গ্রহণ করত ।

এরপর একদল লোককে তিনি দেখলেন যাদের মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে । আবার মুহূর্তের মধ্যে তা আগের মতোই হয়ে যাচ্ছে । আবার পাথর মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে । এভাবে অনবরত চলছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা ? ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহি সালাম বললেন এর ঐসব লোক যারা ফরজ নামাজে অলসতা করতো ।

এরপর তিনি একদল নারী-পুরুষের কাজ দিয়ে গেলেন । দেখলেন তাদের সামনে একটা পাতিলে পাকানো গোশত আছে। আর অপর একটা পাতিলে কাঁচা- পচা গোস্ত রাখা আছে । কিন্তু লোকগুলি ভালো পাকানো গোশত বাদ দিয়ে কাঁচা-পচা গোশত খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো এরা কারা? হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত নারী-পুরুষ যাদের ঘরে হালাল বৈধ স্বামী স্ত্রী থাকা সত্বেও এরা অন্য নারী পুরুষের সাথে রাত কাটাতো ।

এক জায়গায় নবীজি দেখলেন যেন একটা তন্দুর-রুটি পাকানোর চুলা । যার মাঝে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে । কিছুসংখ্যক উলঙ্গ নারী পুরুষ আগুনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে । সেখান থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে এবং তাদের লজ্জাস্থান কামড়াচ্ছে । নবীজি জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? তাকে বলা হল এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ । যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতো ।

এরপর কত দূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি একটা বিরাট লাকড়ির বোঝা জমা করছে এবং মাথায় উঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার আরো কিছু লাকড়ি এনে বোঝাটাকে ভারি করছে । আবার মাথায় ওঠাতে ব্যর্থ হয়ে আবারো বোঝা ছেড়ে লাকড়ি জমা করছে । আর বোঝা ভারি করছে । অথচ তার উচিত ছিল যখন সে দেখল বোঝা ভারি হয়ে গেছে তখন কিছু লাকড়ি কমিয়ে নেওয়া ।

কিন্তু সে বিপরীত কাজ করছে । এই অভিনব কাজ দেখে নবীজির জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা কি ? ফেরেশতা উত্তর দিলেন আপনার উম্মতের ওই ব্যক্তি যার উপরে মানুষের হক ও পাওনা রয়েছে । সে তা আদায় করতে পারছে না । অথচ দিন দিন সে ঋণের বোঝা আরো বাড়িয়ে তুলছে ।

এক জায়গায় গিয়ে দেখলেন কিছু লোকের জিব্বা কাচি দ্বারা কাটা হচ্ছে । আবার সাথে সাথে ঠিক হয়ে আগের মত হয়ে যাচ্ছে । আবার কাটা হচ্ছে আবার আগের মত হয়ে যাচ্ছে । এ অবস্থা চলতে আছে। দয়ার নবীজি প্রশ্ন করলেন এরা কারা ? উত্তর এলো এরা সে সমস্ত লোক যারা মানুষকে উপদেশ দিত কিন্তু নিজেরা সে উপদেশ অনুযায়ী আমল করত না।

শেষ কথা

মিরাজের আলোচনার শেষে এসে বলতে পারি , মহানবীর (সা) জীবনের শ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো মিরাজ। মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ ইসরা এবং পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে ভ্রমণ মিরাজ। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও অনেক মুতাওয়াতির হাদিস এবং গতি বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে নবীজীর মিরাজ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছে ।

নবীজী মিরাজের রাতে আল্লাহ তালার নূর দেখেছেন। (মসুলিম,মিশকাত)

আল্লাহ তায়ালাকে স্বরুপে দেখেননি । (আর রাহীক)

আল্লাহর অনেক নির্দশন দেখেছেন। (সুরাহ নাজম-১৮ ও ত্বাহা-২৩)। জিব্রাইলকে দেখেছেন। (বখুারী, মসুলিম)

মিরাজকে কেন্দ্র করে অনেক বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে । যেসব নবীজি (সা) ও সাহাবীরা করেননি । আমাদেরকে সে সব বিদ'আত থেকে সচেতন থাকতে হবে, এগুলো করা থেকে বিরত থাকতে হবে । আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে সর্বক্ষেত্রে সুন্নাহকে আকঁড়ে ধরা এবং বিদ'আত পরিত্যাগ করার তাওফিক দান করুন।

আমীন।।